7

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কেন?

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। অথচ আমাদের দেশে এ প্রবাদ যেন মিথ্যে; কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে অনেক বৈষম্য, আমাদের দেশে দুইটি পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান ঃ

(১) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

(২) সাধারণ বা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

দেখা গেছে এই দুই ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক বৈষম্য। যেমন মাদ্রাসার ফাযিলের ছাত্ররা ফাযিল পাশ করেও ডিগ্রীর সমমান পায় না। অন্যদিকে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তির ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক পার্থক্য। আবার সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। এটা আবার ২ ভাগে বিভক্ত, যেমন ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স

(২) পাস কোর্স।

যারা অনার্স কোর্স করে তাদের মূল্যায়ন করা হয় বেশী। আবার যারা পাস কোর্স সম্পন্ন করে তাদের মূল্যায়ন করা হয় কম। অথচ সময় যায় এক সমান। যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা অনার্স করে তাদের অনার্স ৩ বৎসর, মাস্টার্স ১ বৎসর। মোট ৪ বৎসর। অন্যদিকে পাস কোর্সের ছাত্রদের বিএ ২ বৎসর, এমএ ১ম পর্ব ১ বৎসর, এমএ শেষ পর্বে ১ বৎসর মোট ৪ বৎসর সময় লাগে। পাস কোর্সের ছাত্রদের বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারে পরীক্ষা দিতে হলে ১ম শ্রেণীর মাস্টার্স চাওয়া হয়। মাস্টার্স ১ম শ্রেণী পেলে নাকি অনার্স সমমান হয়। আবার কলেজে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অনার্সকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অনার্স পড়লে সে ভাল ছাত্র। আর পাস কোর্স থেকে পাস করলে সে খারাপ ছাত্র এ ধারণা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। কারণ ১৯৯৫ (অনুষ্ঠিত ১৯৯৭) সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষায় পাস কোর্সের ছাত্ররা উল্লেখসংখ্যক মেধাস্থানসহ ভাল ফলাফল করেছে। চাকুরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। বাংলাদেশে যেখানে থানা পর্যায়ে ১টি সরকারী কলেজ নেই, অন্যদিকে অনার্স কোর্সতো নেই। সে ক্ষেত্রে সরকারের এ ধরনের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত শুধু শিক্ষার্থীকে হতবাক করে এবং ছাত্রদের মধ্যে বিরাট মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাংলাদেশে বহু মেধাবী ছাত্র আছে যারা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনার্স কোর্স করতে পারে না। সুতরাং পাস কোর্সের ছাত্রদের এভাবে অবমূল্যায়নের হেতু কি? তাই বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য দূর করা হোক।

—মোঃ টি ইসলাম,
গ্রাম- দেলপাড়া, পোঃ কুতুবপুর,
থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ।